OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 68
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 574 - 580
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 574 - 580
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

সাধনমালা-র সম্পাদনা : একটি মূল্যায়ন

শ্রেয়সী মল্লিক
গবেষক, ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: mallickshreyasi123@gmail.com
0009-0004-3278-8477

Received Date *28. 09. 2025*
Selection Date *15. 10. 2025*

Keyword
Sadhanamala, Manuscripts, Edition, Buddhism, Vajrayana, Tantra, Iconography, Textuality.

Abstract

This paper critically examines the editorial approach to the Buddhist text Sadhanmala with a focus on its publication history, manuscript sources, and the principles guiding its modern edition. Drawing upon Binayatosh Bhattacharya's pioneering two-volume edition, the study highlights how a corpus of nearly three hundred Buddhist ritual manuals and iconographic texts was consolidated to form a foundational source for the study of Vajrayana Buddhism and Indo-Tibetan iconography. The paper first clarifies the theoretical basis of 'editing' within Indian philological traditions, showing how etymology and textual criticism intersect to produce a 'standard' or 'critical' reading of a text. It then outlines the provenance of Sadhanamala: manuscripts held in the Asiatic Society of Bengal, the Central Library of Baroda, and the National Archives of Kathmandu. The study emphasizes the fragmentary nature of these manuscripts, their varying scripts, and the necessity of collating incomplete or late copies to recover earlier readings. Special attention is given to Bhattacharya's editorial method—his decisions on variant readings, orthography, and ritual descriptions—and how these choices shaped the presentation of Vajrayana deities such as Tara, Avalokitesvara, and Hevajra. The paper also situates Sadhanamala within the larger framework of Buddhist ritual and iconography, showing how it reflects a living tradition of visualization, mantra, and mudra practices that transcended regional boundaries from Bengal to Nepal and Tibet. By reconstructing the text's historical layers, the paper underscores its value not only as a compendium of tantric rituals but also as a document of social, artistic, and theological exchange in medieval South Asia. Finally, the study argues that understanding the editorial history of Sadhanamala is essential for future scholarship on Buddhist art, as critical editions provide the foundation for iconographic identification and ritual interpretation. This paper thus contributes both to textual studies and to the broader field of South Asian religious and cultural history.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 68
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 574 - 580
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Discussion

ব্যুৎপত্তিগত অর্থে সম্পাদনা হল নির্বাহ, নিষ্পাদন, পরিমার্জন বা সম্পূর্ণ করা।[১] ইংরেজিতে 'Edit' শব্দটি এসেছে লাতিন 'Edere' শব্দ থেকে, যার অর্থ 'to bring out' বা 'to put forth'।[২] সম্পাদনা হল সংগতিপূর্ণ এবং সম্পূর্ণ পরিবেশনার উদ্দেশ্যে নির্বাচন ও প্রস্তুতির একটি সমষ্টিগত প্রক্রিয়া যা লিখিত, দৃশ্য, শ্রাব্য এবং চলচ্চিত্র সম্বন্ধীয় যে কোনও মাধ্যমে ব্যবহৃত হতে পারে। মুদ্রণ মাধ্যমের ক্ষেত্রে অনেকসময়ই প্রকাশক এবং সম্পাদকের ভূমিকার সমাপতন ঘটে বলে মনে করা হয়। কিন্তু প্রকাশনায় সম্পাদকের নির্দিষ্ট অবস্থান এবং ভূমিকা থাকা জরুরি। কোনও পাণ্ডুলিপি কেন মুদ্রিত আকারে প্রকাশযোগ্য, এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধান থেকেই সম্পাদকের কাজ শুরু হওয়া উচিত। আমাদের আলোচ্য *সাধনমালা* বৌদ্ধ দেবদেবীর ধ্যানরূপের সংকলন। বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন চর্যাগানের প্রথম পংক্তিটি বজ্রযোগিণীর প্রণাম। বজ্রযোগিণী বৌদ্ধ দেবী। সুতরাং বাংলা সাহিত্য পাঠের প্রেক্ষাপটেও সাধনমালার গুরুত্ব রয়েছে। বইটি বরোদার গায়কোয়াড় ওরিয়েন্টাল সিরিজে দুই খণ্ডে (১৯২৫ এবং ১৯২৮ খ্রি.) প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ডের মুখবন্ধে সম্পাদক বিনয়তোষ ভট্টাচার্য উল্লেখ করেছেন এই বইটি মহাযানী বৌদ্ধধর্মের অপেক্ষাকৃত স্বল্পপরিচিত শাখা বজ্রযানের উপর আলোকপাত করবে। বিশেষত এটি বৌদ্ধ মূর্তিশাস্ত্র সম্পর্কে আলোচনার আকর বলে বিবেচিত হতে পারে। ভারতের তন্ত্র সংস্কৃতি এবং তুলনামূলক ধর্ম-শাস্ত্র আলোচনার ক্ষেত্রেও এটি গুরুত্বপূর্ণ। *সাধনমালা* র পাণ্ডুলিপির মুদ্রণ উপযোগিতা বিচারের ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন সম্পাদক।

আদর্শ সম্পাদনার ক্ষেত্রে পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হতে পারে পাঠকের দৃষ্টিকোণ থেকে পাণ্ডুলিপিকে দেখা, বিশেষত সেই সকল পাঠকের কথা মাথায় রাখা বিষয় সম্পর্কে যাঁদের পূর্বার্জিত জ্ঞান নেই। রচনার সঙ্গে পাঠকের যোগাযোগের পথটি সুগম করার দায়িত্ব সম্পাদকের। এই ভূমিকাটিকেই পাশ্চাত্য ঘরানায় বিকাশমূলক সম্পাদনা বা Developmental Editing বলা হয়।[৩] ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফর্নিয়া প্রেসের সম্পাদনা পরিচালক স্কট নটন বিকাশমূলক সম্পাদনা বলতে পাণ্ডুলিপির তাৎপর্যপূর্ণ পুনর্গঠনকে চিহ্নিত করেছেন। এছাড়া ভাষা, ব্যাকরণ, বানান ও যতিচিহ্নের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করাসহ বিষয়ের উপযোগী চিত্র ও তালিকার বিন্যাস, প্রয়োজনীয় সংশোধনী, মেধাসত্ত্ব বিধির খেয়াল রাখাও উপযুক্ত সম্পাদনার অংশ। পুথি নির্ভর সম্পাদনার ক্ষেত্রে সম্পাদকের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল মূল পুথির সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। *সাধনমালা* র সম্পাদনার ক্ষেত্রে ড. ভট্টাচার্য আটটি পুথির উপর নির্ভর করেছেন। পুথিগুলিকে A, B, C, N, Ab, Ba, Na, Nb নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রথম খণ্ডের মুখবন্ধে পুথিগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রয়েছে যেখানে পুথির পরিচয়, সম্ভাব্য লিখনকাল, সংরক্ষণস্থান উল্লিখিত হয়েছে। **এক. A পুথি** - এটি একটি পূর্ণাঙ্গ পুথি হলেও এতে অসংখ্য বানান ভুল, অসম্পূর্ণ অংশ এবং পুনরুক্তি আছে। প্রতি পংক্তিতে গড়ে দশটি করে বানান ভুল পাওয়া যায়। এটি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত এবং *Descriptive Catalogue of Sanskrit MSS in the Government collection*, vol. 1 এর নথিভুক্ত। **দুই. B** পুথি - এটি ১১৬৫ সালে লিখিত। বর্তমানে এটি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রাখা আছে। পুথিটি পুরনো হওয়ায় অসম্পূর্ণ অংশ এবং ভুলত্রুটি যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি নতুন সাধনা পাওয়া গেছে। এটি শুরুতে ও মাঝে অসম্পূর্ণ এবং শেষে কিছু পাতা হারিয়ে গেছে। এই পাণ্ডুলিপিটি বেন্ডালের *Catalogue of the Buddhist Sanskrit MSS in the University Library, Cambridge*-এ (No. Add. 1686, p. 174) বর্ণিত হয়েছে। এর একটি প্রামাণিক অনুলিপি সংরক্ষিত আছে বরোদার কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে। **তিন. C** পুথি - এটি কাগজে লেখা যা কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত রয়েছে। এটি ব্রায়ান হজসনের সমসাময়িক নেপালের পণ্ডিত অমৃতানন্দের করা একটি অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ অনুলিপি। লিখনের সময়কাল ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দ। এটি *Bendall's Catalogue* (No. 1593, p. 132)-এ বর্ণিত হয়েছে। বিন্যাসের দিক থেকে এটি A, N এবং Nb-পুথির মতো। A এবং C উভয় পুথিতেই একই ধরনের ভুল ও পুনরাবৃত্তি রয়েছে এবং এতে বোঝা যায় যে উভয়ের মূল পাঠ সম্ভবত একই ছিল। **চার.** N পুথি - আটটি পুথির মধ্যে সম্পাদক সবথেকে গুরুত্ব দিয়েছেন কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত তালপাতার N পুথিটিকে যেটি আনুমানিক ১২৭৫-১৩০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে লিখিত। এই পুথিটির লিখনরীতির সঙ্গে তিনি মিল খুঁজে পেয়েছেন এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে পাওয়া একটি বৌদ্ধ *পঞ্চরক্ষক* পুথির। পুথিটি লেখা হয়েছিল ১২৮৯

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 68
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 574 - 580
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

খ্রিস্টাব্দে। বিনয়তোষ জানিয়েছেন *সাধনমালা*র এই পুথিটির উল্লেখ রয়েছে নেপালের দুরবার লাইব্রেরিতে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর *A Catalogue of Palm-leaf and Selected Paper MSS*-এর দ্বিতীয় খণ্ডের ৮৩ পৃষ্ঠায়। **পাঁচ. Ab** পুথি - এই পুথিটি রয়েছে এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের লাইব্রেরিতে। এর একটি প্রামাণিক অনুলিপি বরোদার কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারেও সংরক্ষিত। এর মধ্যে পাওয়া পাঠগুলি কিছুটা অপরিকল্পিত এবং অনেক দিক থেকে অন্যান্য পাণ্ডুলিপির সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। এর লিখনভঙ্গি ব্রাহ্মী লিপির ত্রিকোণীয় ধরনের কাছাকাছি এবং এর রচনার সময়কাল ১২শ শতাব্দীর শুরুতে স্থাপন করা যেতে পারে। **ছয়. Ba পুথি** - কাগজে লেখা এই পুথিটির দুটি অনুলিপি বিদ্যমান — একটি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের লাইব্রেরিতে এবং আরেকটি বরোদার কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে। এটি অসম্পূর্ণ, প্রথম এবং শেষ দিকের পৃষ্ঠাগুলি কিছুটা ভিন্ন এবং অনেক পরে লিখিত ও সংযোজিত বলে মনে হয়। পুথিটির লিখনভঙ্গি প্রায় ৩০০ বছরের পুরনো বলে অনুমান করা হয়েছে। বিন্যাসে এটি সাধারণত A, N এবং C-এর অনুসরণ করে, তবে মাঝে মাঝে কিছু অংশ বাদ গেছে। এর একটি বর্ণনা পাওয়া যায় *A Descriptive Catalogue of the Sanskrit MSS in the Government Collection* (vol. I, No. 112, p. 180 ff)-এ। এই পুথিটির শেষ পত্রে এন. এস. ২২৪ তারিখ লেখা আছে, যা ১১০৪ খ্রিস্টব্দের সমতুল্য। এটি সম্ভবত মূল পাণ্ডুলিপির তারিখ, কারণ বর্তমান অনুলিপির হস্তাক্ষর এতটাই পরবর্তী কালের যে, একে এত প্রাচীন সময়ের বলে ধরা যায় না। **সাত. Na পুথি** - এটি কাগজে লেখা একটি অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ পুথি এবং আধুনিক হাতের লেখায় রচিত। এটি শুরু হয়েছে *ত্রিসময়ারাজ সাধনা* দিয়ে এবং শেষ হয়েছে *ষোড়শভুজ মহাকাল সাধনার* উল্লেখ করে। মোট ১৫০টি সাধনা রয়েছে এই পুথিতে। বিন্যাসের দিক থেকে এটি A, C, N এবং Na পুথির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই পুথিটির পরিমাপ ১২″ × ৬″, এতে ২৫৮টি পাতা আছে এবং শ্লোকের সংখ্যা ৬,০০০। আট. **Nb পুথি**- এটি-ও একটি অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ পুথি। এটি নেপালের দরবার লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত। এটি অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালের পুথি। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর *Catalogue of Selected Paper and Palm-leaf MSS belonging to the Durbar Library, Nepal*, vol. II, পৃ. ২০০-তে এই পুথির উল্লেখ আছে। এর বিন্যাস অন্য কোনো পুথির সঙ্গে মেলে না, এবং এর শেষে এমন কিছু অংশ রয়েছে যা অন্য কোনো পুথিতে পাওয়া যায় না।[৪]

বইয়ের প্রিলিমস্, অর্থাৎ প্রাথমিক পৃষ্ঠাসমূহ, যেমন - শিরোনাম, লেখক ও প্রকাশকের নাম, কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন, সূচিপত্র ইত্যাদি এবং পরিশিষ্টাংশ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে সম্পাদকের সচেতন ভূমিকা থাকা জরুরি। *সাধনমালা*র প্রথম খণ্ডের কথামুখে সম্পাদকের পক্ষ থেকে মহারাজা ড. সত্যজিৎ রাও গায়কোয়ারের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে, যিনি প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি, বিশেষত তুলনামূলক ধর্মসাহিত্যের পাঠ-পরিসর প্রসারের উদ্দেশ্যে প্রাচীন পুথির অনুসন্ধান এবং প্রকাশে উৎসাহী ছিলেন। বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কিত উচ্চতর গবেষণার ক্ষেত্রে মুদ্রিত বইপত্রের অপ্রতুলতা বিষয়ে তাঁর সচেতন ভাবনাচিন্তার ফলশ্রুতিতেই *সাধনমালা*র প্রকাশ। এছাড়াও এই মুদ্রিত সংস্করণের প্রতিটি পর্বে সাহায্যকারীদের নাম উল্লেখ করে বিনম্র কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন সম্পাদক। *সাধনমালা*র দ্বিতীয় খণ্ডের শুরুতে Ab এবং B পুথির দুটি পাতার ছবি সংযোজিত হয়েছে। মুদ্রিত সংস্করণে 'সাধনমালা'- এই নামকরণের যুক্তিটি সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন বিনয়তোষ। A, C এবং Na পুথির শেষ পৃষ্ঠায় 'সাধনমালা' নামটি পাওয়া গিয়েছে এবং Ba পুথির প্রতিটি পাতার প্রান্তভাগে সা. মা অক্ষরদুটি রয়েছে যা স্পষ্টতই 'সাধনমালা'-র মুণ্ডমাল শব্দরূপ। N এবং B পুথিদুটি সিসিল বেণ্ডালের তালিকায় 'সাধনমালা' নামে উল্লিখিত, যদিও দুটি পুথিরই শেষ পাতা পঠনযোগ্য নয়। Ab পুথিটি খণ্ডিত, শেষ পাতা নেই কিন্তু এর প্রতি পৃষ্ঠার দ্বিতীয় পাতায় 'সাধনসমুচ্চয়' শিরোনামটি পাওয়া যায়। কালির ধরন বিচার করে এটিকে পুথির লিখনকালের অনেক পরবর্তী সময়ের সংযোজন বলে মনে করা হয়েছে। Nb পুথিতেও 'সাধনসমুচ্চয়' নামটি রয়েছে। *Catalogue of Paper and Palm-leaf MSS in the Durbar Library, Nepal*-এর দ্বিতীয় খণ্ডের ২০০–২০৬ সংখ্যক পৃষ্ঠায় দেওয়া সাধনার তালিকা লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে *Nb* পুথির বিন্যাস *সাধনমালা*র অন্য কোনো পুথির সঙ্গে মেলে না, যদিও একই বিষয়ের সাধনা অন্যত্রও পাওয়া যায়। অতএব মনে হয় একই সাধনাসমূহের সংকলন কোনো কোনো পাণ্ডুলিপিতে *সাধনসমুচ্চয়* নামে পরিচিত, আবার অন্য সবগুলোতে *সাধনমালা* নামে। এই গ্রন্থের তিব্বতি অনুবাদও রয়েছে এবং সেখানে উভয় শিরোনামই পাওয়া যায়; একমাত্র পার্থক্য হলো সাধনাগুলির বিন্যাসে। দুটি শব্দের অর্থ একই হওয়ায় 'সাধনসমুচ্চয়'

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 68
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 574 - 580
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

নামটিকে 'সাধনমালা'র সমার্থক হিসেবেই বিবেচনা করেছেন বিনয়তোষ। সুতরাং পুথির সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিচারে 'সাধনমালা' নামটিই নির্বাচিত হয়েছে। গ্রন্থের শুরু এবং সমাপ্তি নিয়েও কথা বলেছেন সম্পাদক। *A* পুথিটি শুরু হয়েছে *ত্রিসময়ারাজ সাধনা* দিয়ে, *B* শুরুতে অসম্পূর্ণ, *C* এর শুরুতে রয়েছে *বজ্রাসন সাধনা*, *N* শুরু হয় *ত্রিসময়ারাজ সাধনা* দিয়ে, *Ba* পুথি শুরুতে অসম্পূর্ণ, আবার *Na*-র সূচনা *ত্রিসময়ারাজ সাধনা* দিয়ে। সুতরাং *ত্রিসময়ারাজ সাধনা* কেই সম্পাদক *সাধনমালা* গ্রন্থের প্রারম্ভিক সাধনা হিসেবে বিবেচনা করেছেন। গ্রন্থ শুরু হয়েছে সর্বসুখ প্রদানকারী শ্রীমদ্ ত্রিসময়রাজের বন্দনা মন্ত্র দিয়ে। যদিও তালপাতার *Ab* পুথি এবং কাগজের *Nb পুথি* উভয়ই *বজ্রাবারাহী সাধনা* দিয়ে শুরু হয়েছে, কিন্তু এই দুই পুথির নিজস্ব পৃথক বিন্যাস রয়েছে বলে এগুলিকে গ্রন্থ-সূচনা সম্পর্কিত আলোচনা থেকে বাদ রেখেছেন সম্পাদক। অধিকাংশ পুথি যেহেতু ষোড়শভুজ মহাকালসাধনা দিয়ে শেষ হয়েছে, তাই এটিকেই গ্রন্থের সমাপ্তিসূচক সাধনা বলে ধরা হয়েছে। পাঠকের সুবিধার জন্য সংকলনের পরিশিষ্টাংশে নির্ঘণ্ট এবং শুদ্ধ পাঠসহ মুদ্রণ ত্রুটির একটি তালিকা সংযোজিত হয়েছে। *সাধনমালা* বৌদ্ধধর্মের কোন শাখার অন্তর্ভুক্ত তত্ত্বগ্রন্থ বলে বিবেচিত হতে পারে, তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে এ প্রশ্নের সমাধান করেছেন সম্পাদক। প্রত্যেক সাধনাতেই প্রায় 'শূন্য' শব্দটির ব্যবহার রয়েছে। কিন্তু এখানে মাধ্যমিকযানের শূন্যবাদের ধারণা মুখ্য নয়, কারণ 'মাধ্যমিক' শব্দটি একবারই *সাধনমালা*-য় ব্যবহৃত হয়েছে সাধনাকার ধর্মকারামতির বিশেষণ হিসেবে। সাধনাগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় অনেক জায়গাতেই বিজ্ঞানবাদের ব্যাখ্যা রয়েছে যা মাধ্যমিকযানের সর্বশূন্যতার ধারণা থেকে স্বতন্ত্র এবং যোগাচারবাদের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। 'যোগাচার' এবং 'বজ্রযান' দুটি শব্দই *সাধনমালা*-য় দু বার করে ব্যবহৃত হয়েছে। মাধ্যমিক শাখার বিবর্তিত রূপ হল যোগাচার দর্শন এবং সেখান থেকেই তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের সূত্রপাত। বজ্রযানে শূন্যের ধারণা স্বীকৃতি পেলেও শূন্য বজ্রযানীদের প্রধান অভীষ্ট নয় এবং মাধ্যমিকযানের শূন্যের সঙ্গে এর অনুভূতিগত পার্থক্য রয়েছে। বজ্রযানে যোগাচার শাখার বিজ্ঞানবাদেরও সুস্পষ্ট প্রভাব রয়েছে। পঞ্চস্কন্ধের প্রতিনিধি ধ্যানীবুদ্ধ, দেবকুল এবং শক্তি পূজা, যা সাধনাসমূহের মুখ্য বিষয়, সে সবকিছুই বজ্রযানের উদ্ভাবন। সুতরাং সম্পাদকের সিদ্ধান্ত, -

> "The Sadhanmala belongs to the Vajrajana proper and throws immense light on the aims, objectives and practices of the people professing this peculiar religion."[৫]

পাণ্ডুলিপির বিষয়বস্তুর সঙ্গে মুদ্রিত বইয়ের বিন্যাসরীতির সাযুজ্য নিরূপণের ক্ষেত্রে সম্পাদককে সচেতন থাকতে হয়। মুদ্রিত সংস্করণের দুটি খণ্ডে সাধনার বিন্যাসের ক্ষেত্রে সম্পাদক A,C,N এবং Na চিহ্নিত পুথি তিনটি অনুসরণ করেছেন। ধ্যানীবুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব, ধ্যানীবুদ্ধের শক্তি এবং পঞ্চকুলের দেবদেবীর একাধিক প্রকাশরূপের সাধনাকে পরপর সাজানো হয়েছে। *সাধনমালা*-র প্রথম খণ্ড শুরু হয়েছে ত্রিসময়বজ্রের দুটি সাধনা দিয়ে। ত্রিসময়বজ্র ধ্যানীবুদ্ধ অমোঘসিদ্ধির সঙ্গে অভিন্ন। এরপর পর্যায়ক্রমে ধ্যানীবুদ্ধ অক্ষোভ্য (৩), বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর (৪-৪৩), বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী (৪৪-৮৪), বোধিসত্ত্ব চণ্ডমহারোষণ (৮৫-৮৮) এবং ধ্যানীবুদ্ধের শক্তি তারার বিভিন্ন রূপভেদের (৮৯-১৭০) সাধনা বিন্যস্ত হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে রয়েছে পঞ্চধ্যানীবুদ্ধের কুলভুক্ত দেবদেবীর সাধনা। দুটি খণ্ডে সাধনার এই বিন্যাস থেকে বজ্রযানের দেবমণ্ডল পরিকল্পনার রূপরেখাটিকে তুলে ধরতে চেয়েছেন সম্পাদক। বিষয়টিকে আরও সহজবোধ্য করার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা অংশটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই মূলানুসারী আলোচনায় প্রাচীন ভারতে জাদুবিদ্যার চর্চা থেকে শুরু করে নৃতত্ত্বের দৃষ্টিতে ধর্ম ও জাদুবিদ্যার পারস্পরিক সম্পর্ক, জাদুবিদ্যার অনুশীলন থেকে তন্ত্রচর্চার বিবর্তন, বৌদ্ধধর্মে তন্ত্র-মন্ত্র অনুপ্রবেশের কাল-পটভূমিকা, বৌদ্ধধর্মের বিবর্তনে বজ্রযানের অবস্থান এবং গুরুত্ব, বজ্রযানের গুরুত্বপূর্ণ কিছু বৈশিষ্ট্য, দেবদেবীর উদ্ভব-বিবর্তন-রূপভেদ-মূর্তিভাবনা, হিন্দু দেবদেবীর প্রতি বজ্রযানের অভিব্যক্তি, পৌত্তলিকতার বিচারে বৌদ্ধ দেবপূজার ভাবনা ইত্যাদি নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে এসেছে। সাধনাগুলি দেবতার পূজার জন্য নির্দিষ্ট নিয়মপদ্ধতি প্রদানের পাশাপাশি অসংখ্য মুদ্রার বর্ণনাও দেয়, যাদের অনেকের নাম একেবারেই নতুন, এবং মনে করা হয়েছিল যে এগুলো হারিয়ে গিয়েছিল। তদুপরি, বিপুল সংখ্যক মন্ত্র ও ধরণী আছে, যাদের অনেকগুলোই আজও তিব্বতি ও নেউয়ারি পূজায় পাঠ করা হয়। *জাংগুলী* সাধনায় লেখা আছে যে তাঁর মন্ত্রের অসাধারণ ক্ষমতা আছে— যদি কেউ একবারও তা শুনে, তবে সাত

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 68
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 574 - 580
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বছরের জন্য তাকে আর সাপ দংশন করতে পারবে না; এবং যে ব্যক্তি মন্ত্রটিকে স্মৃতিতে রাখে, সে জীবনে আর কখনো সাপের দংশনে আক্রান্ত হয় না। অতএব দেখা যায় যে কিছু মন্ত্রের নানাবিধ প্রয়োগ পদ্ধতি রয়েছে, যা নির্দিষ্ট কিছু ঔষধ ও উপকরণের সঙ্গে মিলে উপাসকদের জন্য বিশেষ উপকার বয়ে আনে। *বজ্রতারা* (৯৩, ৯৪, এবং ১১০) এবং *মঞ্জুশ্রী* (৮৪)-এর সাধনাগুলি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

সাধনমালা সম্পাদনার ক্ষেত্রে যে অসুবিধাগুলির সম্মুখীন হতে হয়েছে, প্রথম খণ্ডের মুখবন্ধে সেগুলি উল্লেখ করেছেন বিনয়তোষ। প্রধান প্রতিবন্ধকতা ছিল ভাষা। সাধনাগুলি বৌদ্ধ-সংস্কৃতে রচিত। 'সাধনমালা'র সঙ্গে ভাষাসাদৃশ্যযুক্ত আরও কিছু গ্রন্থের নাম করা হয়েছে, যেমন - *মহাবস্তু অবদান, ললিতবিস্তর, শিক্ষাসমুচ্চয়, সদ্ধর্ম-পুণ্ডরীক*। বৌদ্ধ-সংস্কৃতের কিছু রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছেন সম্পাদক। যেমন - ১. ব্যাকরণগত নিয়মের শৈথিল্য- সাধনাগুলির শব্দভাণ্ডার নিরীক্ষণ করলে এমন অনেক শব্দ দেখা যায়, সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে যা অশুদ্ধ; যেমন- 'দেবতী' (দেবী), 'লম্বাবয়েত্' (ঝোলান উচিত) ইত্যাদি। ২. সন্ধির ক্ষেত্রেও নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়, যেমন - 'ততঃ অনাদি' সন্ধিবদ্ধ হয়ে 'ততোনাদি' হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু সাধনমালায় পাই 'তত অনাদি', 'ততো অনাদি' এবং 'ততঃ অনাদি'- এই তিনটি রূপ। পাশাপাশি স্বরধ্বনিরও অসন্ধিবদ্ধ সন্নিবেশ দেখা যায়। ৩. বানানের ক্ষেত্রে স,শ,ষ এবং ন,ণ এর মধ্যে পার্থক্য করা হয়নি। ৪. লিঙ্গ বিপর্যাসের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। ৫. অপ্রয়োজনীয় শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে কখনও কখনও উপজাতি ও অনুষ্টুভ ছন্দের নিয়ম ভাঙা হয়েছে। ভাষাগত এইসকল প্রতিবন্ধকতাগুলি দেখানোর পর বিনয়তোষ তাঁর নিজস্ব সম্পাদকীয় নীতিটির কথা জানিয়েছেন। বানান ও ব্যাকরণের ক্ষেত্রে পঠনের সুবিধার কথা মাথায় রেখে যে পুথির পাঠটি শুদ্ধ সংস্কৃতের সবচেয়ে কাছাকাছি, সেটিই গৃহীত হয়েছে এবং পাঠভেদগুলি পাদটীকায় উল্লিখিত হয়েছে। মুদ্রিত পাঠের শুদ্ধতার প্রয়োজনে উপযুক্ত স্থানে সংস্কৃত 'অবগ্রহ' চিহ্নের সংযোজনা করা হয়েছে। যেখানে শব্দ লোপের কারণে পাঠে কিছু অসংগতি লক্ষ করেছেন সম্পাদক, সেখানে বর্গাকার বন্ধনী চিহ্নের মধ্যে প্রাসঙ্গিক অর্থপূর্ণ শব্দের সন্নিবেশ ঘটানো হয়েছে। যেখানে শব্দ বা শব্দবন্ধের অর্থ নিয়ে ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয়েছে, সেই অংশটি বন্ধনীর মধ্যে জিজ্ঞাসা চিহ্নসহ উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় পুথির পাঠভেদ বিচারের ক্ষেত্রে সঠিক পাঠ নির্বাচন পদ্ধতির একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। ১৬৫ সংখ্যক সাধনাটি একটি পুথির পাঠ অনুযায়ী বজ্রধর এবং অন্য পুথির পাঠ অনুযায়ী চক্রধরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। সঠিক পাঠ নির্বাচনের ক্ষেত্রে সম্পাদক বীজমন্ত্রে থাকা 'ওঁ' শব্দটির উপর মনোযোগ দিয়েছেন। বজ্রধারী আদি বুদ্ধ অথবা ধ্যানী বুদ্ধ অক্ষোভ্যই বজ্রধর, যিনি বীজমন্ত্র 'হুম্' থেকে জাগ্রত হন। অন্যদিকে ধ্যানীবুদ্ধ বৈরোচনের চিহ্ন হল চক্র এবং 'অদ্বয়বজ্রসংগ্রহ' থেকে জানা যায় তিনি বীজমন্ত্র 'ওঁ' থেকে জাত হন। সুতরাং বীজমন্ত্র অনুসারে সঠিক পাঠ হওয়া উচিত চক্রধর যিনি আদতে ধ্যানীবুদ্ধ বৈরোচন। সাধনাগুলি সংকলনের ক্ষেত্রে যেখানেই সম্পাদক কিছু সংশোধন করেছেন, সেখানেই পাদটীকায় মূল পুথির পাঠটি উল্লেখ করেছেন।

বজ্রযানের সূত্রে বৌদ্ধধর্মের তান্ত্রিক পরম্পরার ঐতিহ্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন সম্পাদক। তান্ত্রিক বৌদ্ধ শাস্ত্র-সাহিত্যের তিনটি পরম্পরা- বজ্রযান, সহজযান ও কালচক্রযানের উল্লেখ করে বিনয়তোষ দেখিয়েছেন তান্ত্রিক বৌদ্ধ সাধনার প্রথম স্তর হল বজ্রযান এবং বজ্রযানী সিদ্ধারাই মূলত বৌদ্ধ তন্ত্র সাহিত্যের স্রষ্টা। যখনই কোনও তন্ত্র শাস্ত্র-সাহিত্য তিব্বতি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে অনুবাদক তখন তার হস্তান্তরের গুরু-শিষ্য পরম্পরাটিকে উল্লেখ করেছেন। গুরুশিষ্য পরম্পরায় বাহিত বজ্রযানী সাহিত্যের দুটি তালিকা সংযুক্ত করে বজ্রযানের কালানুক্রমটিকে ধরতে চেয়েছেন সম্পাদক। প্রথম তালিকাটি P. Cordier-এর তাঞ্জুর তালিকা, দ্বিতীয়টি *চক্রসম্ভারতন্ত্র*–এর সম্পাদিত অংশে সংযোজিত Pag Sam Jon Zan-এর তালিকা। বিভিন্ন বৌদ্ধ গ্রন্থের সহায়তায় দুটি তালিকাভুক্ত লেখকদের আনুমানিক কালনির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন সম্পাদক এবং এঁদের মধ্যে সাধনাকার হিসেবে যাঁদের নাম পাওয়া গেছে তাঁদের আলাদা করে চিহ্নিত করেছেন। যেমন- দ্বিতীয় তালিকায় সরহের শিষ্য নাগার্জুন বজ্রতারা এবং একজটা দেবীর সাধনার রচয়িতা। দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা অংশে সাধনাকারদের নিয়ে একটি পৃথক আলোচনা-পরিসর তৈরি করেছেন বিনয়তোষ। সেখানে নামের বর্ণানুক্রমিক বিন্যাসে ৪৭ জন সাধনাকারের সম্ভাব্য সময়কাল, উপাধি, সাহিত্যকর্ম, তাঁরা কত সংখ্যক সাধনার রচয়িতা এবং কোন কোন পুথিতে তাঁদের উল্লেখ রয়েছে- সেবিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 68
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 574 - 580
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বজ্রযানের সাহিত্য পরম্পরা এবং সাধনার কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক বিনয়তোষের আলোচনায় উঠে এসেছে। *সাধনমালা*-য় উপাসকদের আচরণবিধি সম্পর্কে আপাত বৈপরীত্যমূলক নির্দেশ এবং তার কারণ ব্যাখ্যা, সিদ্ধাচার্যদের রচিত বিভিন্ন শাস্ত্র-সাহিত্যের বয়ানে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের স্তর অনুসারে উপাসকদের বর্গভেদ, মন্ত্রের গুরুত্ব, সূত্র থেকে মন্ত্রের বিবর্তন এবং মন্ত্রের আদি উৎস হিসেবে ধরণীর উল্লেখ করা হয়েছে। Kern-এর আলোচনা থেকে সম্পাদক দেখিয়েছেন বস্তুতান্ত্রিক জীবনযাত্রায় বিশ্বাসী অথবা বৌদ্ধ সূত্রের গূঢ় তাৎপর্য বুঝতে অপারগ অনুগামীদের জন্য সূত্রের সংক্ষিপ্ত স্মৃতিধার্য রূপ ধরণীর সূত্রপাত ঘটে এবং সংক্ষেপনের ধারাতেই একসময় মন্ত্রের আবির্ভাব। যেমন - অষ্টসহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা থেকে মহাযানে শত প্রজ্ঞাপারমিতা, এর সংক্ষিপ্ত রূপ ক্রমান্বয়ে প্রজ্ঞাপারমিতা হৃদয় সূত্র, প্রজ্ঞাপারমিতা ধরণী এবং শেষে প্রজ্ঞাপারমিতা মন্ত্র যার উল্লেখ রয়েছে *সাধনমালা* য়। একাধিক সাধনায় মন্ত্রোচ্চারণবিধি এবং মন্ত্রের গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন- একজটা দেবীর মন্ত্রোচ্চারণে তৎক্ষণাৎ বিপদমুক্তি ঘটে এবং বুদ্ধদেবের সমতুল্য ধর্মজ্ঞান অর্জিত হয়। এছাড়াও বোধিচিত্ত, অহংকার, অদ্বয় ইত্যাদি পরিভাষাগুলির উৎস, ইতিহাস, গুরুত্ব এবং সাধনাসমূহে এগুলি যেভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে তা তুলে ধরেছেন সম্পাদক। বজ্রযানের চারটি পীঠ- কামাখ্যা, শ্রীহট্ট, পূর্ণগিরি এবং উদীয়ানার নাম উল্লেখ করে সেগুলির ভৌগোলিক অবস্থান বিচার করেছেন সম্পাদক। বজ্রযান মহাসুখ, ধ্যানী বুদ্ধ, তাঁদের কুল এবং শক্তির ধারণার সূত্রপাত ঘটিয়েছে বৌদ্ধ ধর্মে। বৌদ্ধতন্ত্রমতে সৃষ্টির আদি ও অকৃত্রিম উৎসস্থল একমাত্র শূন্য। এই শূন্য সৎ বিজ্ঞান এবং মহাসুখস্বরূপ। শূন্যের ঘনীভূত অবস্থাই প্রাথমিক পর্যায়ে শব্দরূপ এবং ক্রমশ ঘনীভূত হয়ে দেবতার রূপ ধারণ করে। *সাধনমালা*-য় শূন্য থেকে দেবতাদের বিবর্তনের প্রক্রিয়ার যে ব্যাখ্যা উঠে এসেছে, সে দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষন করেছেন বিনয়তোষ। পদ্মবজ্রের *গুহ্যসিদ্ধি* গ্রন্থে এই বিবর্তনের চারটি স্তর বর্ণিত হয়েছে- ১. শূন্যের যথাযথ উপলব্ধি ২. ঘনীভূত হয়ে শূন্যের শব্দে রূপান্তর ৩. শব্দ ঘনীভূত হয়ে দেবরূপাবয়ব গ্রহণ ৪. দেবরূপের বাহ্য প্রকাশ। প্রথমে চিদাকাশে মরীচিকা দর্শন, দ্বিতীয় পর্যায়ে ধূমের আকার দেখা যায়, তৃতীয় পর্যায়ে জোনাকির মতো আলোকবিন্দু দর্শন করা যায়, চতুর্থ পর্যায়ে দীপালোকের দর্শন এবং পঞ্চম বা শেষ পর্যায়ে মেঘমুক্ত আকাশের নিচে সতত আলোক দেখা যায়। এভাবে ক্রমশ ধ্যানমার্গে অগ্রসর হয়ে সাধক তাঁর ইষ্টদেবতার রূপ দর্শন করেন।[৬] প্রথমে শূন্যতার বোধ, তারপর বীজমন্ত্র দর্শন, বীজমন্ত্র থেকে বিম্ব বা দেবতার অস্পষ্ট রূপ এবং শেষে স্পষ্ট দেবমূর্তি দর্শন - এই হল বৌদ্ধ তন্ত্রানুসারে সাধনার ক্রম। জগতের কারণরূপ শূন্য যাকে বজ্রযানীরা বজ্র আখ্যা দিয়েছেন তিনি নিজেকে পাঁচভাগে বিভক্ত করেছেন। হিন্দু পঞ্চভূতের ন্যায় বৌদ্ধদের এই পঞ্চস্কন্ধ হল- রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান। এই পঞ্চস্কন্ধ শূন্যস্বভাব এবং কর্মের প্রেরণায় মিলিত হয়ে দৃশ্যমান জীবের সৃষ্টিকর্তা। বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবমণ্ডলের আদি দেবতা হলেন এই শূন্য বা বজ্ররূপী আদিবুদ্ধ। তিনি যখন দেবতারূপে কল্পিত হন তখন নাম হয় বজ্রধর। বজ্রধরের বিগ্রহরূপ হল- পদ্মের উপর ধ্যানাসনে উপবিষ্ট। দুটি হাত বক্ষের উপর বজ্রহুঁকার মুদ্রায় বিন্যস্ত, ডান হাতে বজ্র এবং বাঁ হাতে ঘণ্টা। বজ্র পরম সত্য বা শূন্যের প্রতীক এবং ঘন্টা হল প্রজ্ঞা যার ধ্বনি দূর দূরান্তে পরিব্যাপ্ত। বিচিত্র বস্ত্র এবং অলংকারে সজ্জিত বজ্রধরের বিগ্রহ। তাঁর শক্তি প্রজ্ঞাপারমিতা। উভয়ের যুগনদ্ধ বিগ্রহ দেখা যায় আবার বজ্রধরের একক বিগ্রহও কল্পিত হয়েছে। যুগনদ্ধ বিগ্রহে বজ্রধর শক্তি প্রজ্ঞাপারমিতার সঙ্গে দৃঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ। শক্তি বিগ্রহের উচ্চতা বজ্রধরের থেকে কম হবে, ডান হাতে থাকবে কত্রি এবং বাঁ হাতে কপাল। কত্রি অজ্ঞতার বিনাশকে চিহ্নিত করে এবং কপাল হল পরম অদ্বৈতের প্রতীক। বজ্রধর শূন্যতা এবং প্রজ্ঞাপারমিতা করুণার স্বরূপ যেখানে দ্বৈততার কোনও স্থান নেই। তাঁদের আলিঙ্গন বিগ্রহ শূন্যতা-করুণার যুগনদ্ধ প্রকাশ।[৭] বজ্র বা আদিবুদ্ধের এক একটি স্কন্ধের অধিষ্ঠাতা হলেন এক একজন ধ্যানীবুদ্ধ। তাঁরা পঞ্চ কুলের আদিপুরুষ রূপে বিবেচিত হন। কুলের উপাসক সম্প্রদায় কৌল নামে পরিচিত এবং তাদের পূজাপদ্ধতিকে বলা হয় কুলাচার। প্রত্যেক ধ্যানীবুদ্ধের একজন শক্তি এবং একজন বোধিসত্ত্বের পরিকল্পনা করা হয়েছে। *সাধনমালা* য় মঞ্জুশ্রীর একটি সাধনায় তাঁকে তাকে সকল তথাগতের সঙ্গে অভিন্ন বলা হয়েছে। বোধিসত্ত্বেরা সকলেই কোনও না কোনও ধ্যানীবুদ্ধ কুলের অন্তর্গত এবং প্রত্যেকেই নিজের কুলপতির একটি ক্ষুদ্র মূর্তি মস্তকে ধারণ করেন। প্রত্যেক ধ্যানীবুদ্ধের কুলভুক্ত সকল দেবতার রং যেমন নির্দিষ্ট তেমনি আবার আচার-অনুষ্ঠান ও কর্মভেদে রঙের বদল ঘটতে পারে। কোনও দেবতার উৎস নির্ণয়ের ক্ষেত্রে *সাধনমালা*-র মূর্তিতত্ত্ব কীভাবে কার্যকরী হতে পারে, সেবিষয়েও আলোকপাত করেছেন সম্পাদক। উদাহরণ হিসেবে তিনি ষোড়শ শতকের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 68
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 574 - 580
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ব্রহ্মানন্দ রচিত *তারারাহস্য* বইয়ে তারার রূপবর্ণনায় তিনটি এমন বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন, হিন্দুশাস্ত্র পরম্পরায় যার ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব নয়। বৈশিষ্ট্যগুলি হল - ১. তারা একজটা ২. পঞ্চমুদ্রাবৃত ৩. শিরোভূষণ রূপে আছেন অক্ষোভ্য। এই তিন বিশেষত্বের ব্যাখ্যার জন্য বৌদ্ধ পরম্পরার দিকে তাকাতে হবে। একজটা বজ্রযানের উল্লেখযোগ্য দেবী। *সাধনমালা*-র ১০০, ১০১, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮ সংখ্যক সাধনা তাঁর উদ্দেশ্যে নিবেদিত এবং উগ্রতারা, মহাচীনতারা, একজটা কার্যত একই শক্তি দেবীর রূপভেদ। পঞ্চমুদ্রা এখানে পারমিতার রূপ। তারা অক্ষোভ্য কুলের দেবী হওয়ার কারণেই মস্তকে কুলপতি ধ্যানীবুদ্ধকে ধারণ করে রেখেছেন। ১২৭ সংখ্যক সাধনায় বলা হয়েছে, একজটা দেবী আর্য নাগার্জুনপাদের দ্বারা ভোট দেশ থেকে ভারতবর্ষে আনীত হন। নাগার্জুনের আনুমানিক সময়কাল ৬৪৫ খ্রিস্টাব্দ হলে এটা স্পষ্ট যে হিন্দুদের অনেক আগে থেকেই বৌদ্ধ পরম্পরায় একজটা বা তারা দেবী পূজিত হয়ে আসছেন। বিভিন্ন সংগ্রহশালায় রক্ষিত বৌদ্ধমূর্তি সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে সাধনামালার গুরুত্ব সম্পর্কেও চিত্রসহ আলোচনা রয়েছে দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা অংশে।

ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে শুরু করে দার্শনিক প্রস্থান, মূর্তিতত্ত্বের নানা দিক সম্পর্কিত সম্পাদকীয় আলোচনা *সাধনমালা*-র আপাতজটিল বিষয়টিকে পাঠকের কাছে প্রাঞ্জলভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছে। ভাষা, ব্যাকরণ এবং বানানতত্ত্বের ক্ষেত্রেও একটি বিশেষ নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন পরিভাষার ব্যাখ্যায় এসেছে প্রাসঙ্গিক প্রচুর শাস্ত্র-সাহিত্যের বয়ান, প্রযুক্ত হয়েছে তুলনামূলক দৃষ্টিকোণও। পুথির পরিচয় এবং সাধনাকারদের বিবরণ সম্পাদনাকে সমৃদ্ধ করেছে। ফলত সব দিক থেকেই *সাধনমালা* একটি উপযুক্ত সম্পাদনা বলে বিবেচিত হতে পারে।

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ. *বঙ্গীয় শব্দকোষ* (২). নতুন দিল্লি : সাহিত্য অকাদেমি. ২০১১. অষ্টম মুদ্রণ. পৃ. ২১৪৯

২. Mamishev. Alexander. Williams. Sean. *Technical Writing for Teams: The STREAM Tools Handbook.* John Wiley & Sons. Inc. Hoboken. 2009. Page. 128

৩. Ginna, Peter. (Ed.). *What Editors Do.* Chicago: The University of Chicago Press. 2017. 1st Edition. Page. 10

৪. Bhattacharya, Benoytosh. *Sadhanmala (vol-I).* Baroda: Oriental Institute, Baroda. 1928. 1st Edition. Page. 11-15

৫. তদেব, Page. 22

৬. Bhattacharyya, Benoytosh(Ed.) *Sadhanmala (Vol-II)*. Baroda: Oriental Institute. 1928. Page. lXVii

৭. Bhattacharya, Benoytosh. *The Indian Buddhist Iconography*. Calcutta: Firma K. L. Mukhopadhyay. 1958. Page. 43